Department of Education
Joel I. Klein, Chancellor

প্রাপক:	*সিনিয়র লিডারশিপ টিম, স্কুল সাপোর্ট অর্গানাইজেশন, কম্যুনিটি সুপারিনটেনডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ এর সুপারিনটেনডেন্ট, অল্টারনেটিভ হাই স্কুল ও প্রোগ্রাম সুপারিনটেনডেন্ট, ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস সেন্টার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, প্রিন্সিপ্যাল, সিপিএসি প্রেসিডেন্ট, ইউএফটি প্রেসিডেন্ট, সিএসএ প্রেসিডেন্ট*
থেকে:	*ক্যাথলিন গ্রিম* *ডেপুটি চ্যান্সেলর ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*
বিষয়:	***ওপেন স্কুল উইক ও প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স ২০০৯-২০১০***
তারিখ:	**১৬ জুন, ২০০৯**

---

১. *ওপেন স্কুল উইক*

১৫ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর, এই একসপ্তাহ ওপেন স্কুল উইক পালিত হবে। এর থিম হবে "সেরা পাবলিক স্কুল: একটি মৌলিক অধিকার ও আমাদের দায়িত্ব।" পিতামাতা ও স্কুলের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারে এটাই মোক্ষম সময়। এই সম্পর্কই প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় গতিশীল সহযোগিতা গড়ে তুলবে। সকল স্তরে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলগুলোকে উদ্দীপনাময় কর্মসূচি ও সম্মেলনের পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও পিতামাতাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও দর্শনীয় বস্তু রাখতে হবে।

মে ২০০৯ থেকে পরিবারগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা উপকরণ, এআরআইএস প্যারেন্ট লিংক, সিটির সর্বত্র লভ্য হবে। এতে একজন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, ট্রান্সক্রিপ্ট, স্টেটের পরীক্ষঅর ফল এবং পর্যাবৃত্ত পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে। প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের আগে ছেলেমেয়েদের কার্যসম্পাদনার তথ্য জানার লগ অন করায় উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে স্কুলগুলোর উচিত পিতামাতাদেরকে এই সহায়তা উপকরণ ব্যবহার করায় সাহায্য করা। সরাসরি অনলাইনে এপিএল-এর তথ্য নিরীক্ষণের জন্য প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সগুলোর ধরন নির্ধারণ করার ব্যাপারেও স্কুলগুলোর চিন্তাভাবনা করা উচিত। একটি কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে, একটি ফলপ্রসূ পিতামাতা-শিক্ষক আলোচনার জন্য এপিএল একটি সাধারণ কাঠামো প্রদান করতে পারে।

স্কুল-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে পিতামাতাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং স্কুলের পরিবেশ সকল পিতামাতার কাছে আন্তরিক করে তোলার জন্য স্কুল কর্মীদের একযোগে তৎপর হতে হবে। পিতামাতাদের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করার এবং সেসব নিয়মকানুনের বিজ্ঞপ্তি বাড়িতে পাঠানোর জন্য কর্মীরা ফ্যামিলি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসের ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি অ্যাডভোকেট ও বরো ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করবেন। ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সকল বিজ্ঞপ্তি পিতামাতাদের বাড়ির ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

২. *প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স*

এই চিঠিতে উল্লিখিত প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের মধ্যেই অন্যান্য ধরনের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের সংখ্যাকে সীমিত রাখা যাবে না। উল্লিখিত প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের বাইরে, গ্রেডের ব্যবহার, ক্লাস, গাইডেন্স ও ব্যক্তিগত বৈঠক, যার ভেতর পিতামাতা ও স্কুল কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশেষ শিক্ষার শিক্ষার্থীর ইনডিভিজুয়াল এডুকেশন প্রোগ্রাম (আইইপি) সম্পর্কিত বৈঠকও আছে, চমৎকার সব চর্চা যার অনুষ্ঠান সারা বছরই উৎসাহিত করতে হবে।

অন্যান্য স্কুলের ফিল্ড ট্রিপ কর্মসূচি বা অন্যান্য পরিবহন পরিষেবা ও ক্যালেন্ডারজনিত বাধ্যবাধকতার সাথে যাতে বিরোধ না হয় সেজন্য শহরব্যাপী বিকালের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য নিচে যে-সময়সূচি দেয়া হয়েছে স্কুলগুলোর তা থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত হবে না। নির্দিষ্ট কোন পিতামাতার যদি তারিখ ও সময়জনিত বিরোধ থাকে, তাকে উভয়পক্ষের জন্য সুবিধাজনক হয় এমন সময়ে প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স পুনর্নির্ধারণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। পড়ানোর জন্য অধিকাংশ সময়ের ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থেই প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স অনুষ্ঠানে বাড়তি একটি দিনের আধাবেলা স্কুলসূচির অনুমতি দেয়া হবে না। প্রত্যেক সেমেস্টারে প্রতিটি স্কুল স্তরে বিকালের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১৮০ দিনের নির্দেশনা দিবস সংক্রান্ত স্টেটের বাধ্যবাধকতা পূরণের লক্ষ্যে উক্ত দিনটির জন্য কনফারেন্স ডে ক্রেডিট বরাদ্দ করা হয়েছে। পিরিয়ড অ্যাটেনডেন্স রিপোর্ট (পার) এর কারণে বিকালের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের জন্য ধার্য দিনগুলোকে ইনস্ট্রাকশনাল হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৩. ***২০০৯-২০১০ প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স এর তারিখ***

সন্ধ্যা*	বিকাল

এলিমেন্টারি স্কুল, শরৎ ২০০৯

***সোমবার ৯ নভেম্বর ২০০৯ – সন্ধ্যা**	**মঙ্গলবার ১০ বৃহস্পতিবার নভেম্বর ২০০৮ – বিকাল**

এলিমেন্টারি স্কুল, বসন্ত ২০১০

***সোমবার ১৮ মার্চ ২০০৯ – সন্ধ্যা**	**মঙ্গলবার ১৬ মার্চ ২০১০ – বিকাল**

ইন্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র হাই স্কুল, শরৎ ২০০৮

*** সোমবার ১৭ নভেম্বর ২০০৮ – সন্ধ্যা**	**মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর ২০০৮ – বিকাল**

ইন্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র হাই স্কুল, বসন্ত ২০১০

***বুধবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ – সন্ধ্যা**	**বৃহস্পতিবার ২৫ ২০১০ –বিকাল**

হাই স্কুল, শরৎ ২০০৯

***বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০০৯ – সন্ধ্যা**	**শুক্রবার ৩০ অক্টোবর ২০০৯ – বিকাল**

হাই স্কুল, বসন্ত ২০১০

***বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ২০০৯ – সন্ধ্যা**	**শুক্রবার ১৯ মার্চ ২০০৯– বিকাল**

*****ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল কর্মসূচি, শরৎ ২০০৯***

বুধবার ৪ নভেম্বর ২০০৯ – সন্ধ্যা	**বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর ২০০৯ বিকাল**

*****ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল কর্মসূচি, বসন্ত ২০১০***

*** সোমবার ২২ মার্চ ২০১০ – সন্ধ্যা**	**মঙ্গলবার ২৩ মার্চ ২০১০ –বিকাল**

* স্কুলগুলো উল্লিখিত তারিখসমূহের বাইরেও সান্ধ্য বৈঠকের জন্য দিন স্থির করতে পারবে। তারিখ ও সময় অবশ্যই পিতামাতাদের অংশগ্রহণের অনুকূল হতে হবে, অধিকাংশ পিতামাতার কাজের সময়ের কথা বিবেচনা করে বৈঠক সাড়ে ৫টার আগে শুরু করা যাবে না, এবং এই তথ্য ফাইলে রাখতে হবে। পিতামাতাদের কমপক্ষে চার সপ্তাহ আগে জানাতে হবে। (যখন প্রয়োজন হবে, বিজ্ঞপ্তি স্কুলের পিতামাতারা যে-ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।) বিকালের কোন সূচিই বদল করা যাবে না। প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখা দরকার সন্ধ্যার বৈঠকের জন্য আড়াই ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। সান্ধ্য বৈঠকের কমপক্ষে একসপ্তাহ আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানোর জন্য প্রিন্সিপ্যালদের মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাবলিক স্কুলের ভবনগুলোতে আধাবেলার প্রিকিন্ডারগার্টেন কর্মসূচিগুলোর জন্য নিচের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখুন।

** ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল নয় এমন কেন্দ্রে পরিচালিত ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল কর্মসূচিগুলোকে সেই স্কুল স্তরের উপযুক্ত বৈকালীন ও সান্ধ্য প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের সূচি অনুসরণ করতে হবে। স্বনিয়ন্ত্রিত ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল সংগঠনগুলো ডিস্ট্রিক্ট ৭৫ স্কুল কর্মসূচিগুলোর জন্য উল্লিখিত (উপরে দেখুন) সান্ধ্য ও বৈকালীন প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের তারিখ অনুসরণ করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যেসব স্কুলের একাধিক নির্দেশনা স্তর (এলিমেন্টারি, মিড্‌ল্‌, হাই স্কুল) রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ২০০৮-২০০৯ স্কুলবছর শুরু হওয়ার আগে যেকোন একটি স্তরের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

৪. *বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০০৯ ও বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ২০১০ নৈশ কার্যক্রম বাতিল প্রসঙ্গে*

সান্ধ্য বৈঠক অনুষ্ঠানের স্কুলগুলোতে বয়স্ক ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাতিল হবে।

৫. *বৈকালীন বৈঠকের জন্য পরিবহন পদ্ধতি*

বিকালের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের জন্য স্কুল-সময়ের দুঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষাথীদের সাধারণত এই দুঘণ্টার জন্য স্কুল থেকে ছুটি দেয়া হয়। নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষাথীদেরকে তাদের ছুটির সময়সূচি অনুযায়ী বাস পরিবহন দিতে হবে। সেদিনের নিয়মিত ছুটির সময়ের তিনঘণ্টা আগে শিক্ষাথীদের ছুটি হবে। পরিবহন ও লাঞ্চের সময়সূচি বদল এবং পিতামাতাদের অবহিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. *পাবলিক স্কুল কেন্দ্রগুলোতে আধাবেলার প্রিকিন্ডারগার্টেন কর্মসূচির সময় নির্ধারণ*

সব শিক্ষাথীর জন্য শরৎ ও বসন্তে সমান সময়ে বৈঠক হবে। শরৎ পর্বে, এলিমেন্টারি স্কুলের বৈকালীন তারিখে সকালের প্রিকিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাথীরা সকালের অধিবেশনে অংশ নেবে, কিন্তু বিকালের অধিবেশনের শিক্ষাথীরা সেদিন স্কুলে আসবে না। বসন্ত পর্বে, এলিমেন্টারি স্কুলের বৈকালীন তারিখে বিকালের প্রিকিন্ডারগার্টেন কর্মসূচির শিক্ষাথীরা সকালের অধিবেশনে অংশ নেবে এবং সকালের শিক্ষাথীরা সেদিন স্কুলে আসবে না। শরৎ পর্ব ও বসন্ত পর্বের অধিবেশনগুলোর দৈর্ঘ্য সমান হবে। (কম্যুনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত পূর্ণকাল বা খণ্ডকাল চুক্তিভিত্তিক ইউনিভার্সাল প্রিকিন্ডারগার্টেন কর্মসূচিগুলোকে তাদের চুক্তির শর্তানুযায়ী বরোর কাছে জমা-দেয়া সূচি অনুসরণ করতে হবে।)

৭. *২০০৯-২০১০ প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্স সম্পর্কিত প্রতিবেদন*

সংযুক্ত ফরমে প্রিন্সিপ্যালরা ফ্যামিলি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসে ডার্লিন স্যানচেজের (dsanche2@schools.nyc.gov) কাছে নিচের তথ্য পাঠাতে হবে:

৭.১ শরতের বৈকালীন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পিতামাতাদের সংখ্যা।
৭.২ শরতের সান্ধ্য বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পিতামাতাদের সংখ্যা।
৭.৩ বসন্তেরর বৈকালীন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পিতামাতাদের সংখ্যা।
৭.৪ বসন্তেরর সান্ধ্য বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পিতামাতাদের সংখ্যা।
৭.৫ শরতের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের আগে পিতামাতাদের কাছে পাঠানো রিপোর্ট কার্ডের সংখ্যা।
৭.৬ বসন্তেরর প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের আগে পিতামাতাদের কাছে পাঠানো রিপোর্ট কার্ডের সংখ্যা।
৭.৭ শরৎ ও বসন্তের প্যারেন্ট-টিচার কনফারেন্সের দিন পিতামাতাদের কাছে পাঠানো রিপোর্ট কার্ডের সংখ্যা।

ফ্যামিলি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসকে প্রিন্সিপ্যালদের কাছ থেকে শরৎ পর্বের তথ্য ***শুক্রবার ১১ ডিসেম্বর ২০০৯*** এবং বসন্ত পর্বের তথ্য শুক্রবার ***৭ মে ২০১০*** তারিখের মধ্যে পেতে হবে। এই তথ্য ফাইলে সংরক্ষণের জন্য।

নিচের প্রসঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে:

- প্রিকিন্ডারগার্টেন শিক্ষাথীদের পিউপল্ ট্রান্সপোর্টেশনকে 718-482-3800 নম্বরে ফোন করতে হবে। পিউপল্ ট্রান্সপোর্টেশন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের জন্য স্কুলগুলোকে 718-392-8855 নম্বরে ফোন করতে হবে।
- ছুটি দেয়া তথ্য জানানো এবং পিরিয়ড অ্যাটেনডেন্স রিপোর্ট (পার) সংক্রান্ত বিষয়ে পিউপল্ অ্যাকাউন্টিং সেক্রেটারি/কর্মীকে পার ইউনিটে তাদের সংযোগ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- বৈকালীন ও সান্ধ্য বৈঠকের তারিখগুলোতে সীমিত অথবা ইংরেজি ভাষাভাষী নন এমন পিতামাতাদের সাথে ভালভাবে যোগাযোগ করার জন্য ফোনে দোভাষী পরিষেবা লাভে স্কুল কর্মকর্তাদের ডিওই এর অনুবাদ ইউনিটকে 718-752-7373 এক্সটেনশন 4 নম্বরে ফোন করতে হবে। সান্ধ্য বৈঠকের তারিখগুলোতে এই সুবিধা রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
- এই নথি সম্পর্কিত অন্যান্য সকল প্রশ্ন (212) 374-2323 নম্বরে ফ্যামিলি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসে করতে হবে।